দৈনিক খবর

0[illegible] DEC 19[illegible]
তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...... 6 কলাম 4 ......

35

পড়াশুনা বনাম বখাটেপনা

॥ সুমনা শারমীন ॥

বখাটেপনার সাথে লেখাপড়ার সম্পর্ক কতটুকু? আমার নিজের পরিবারেই পরীক্ষার আগে যখন কেউ পড়াশুনায় অমনোযোগী বা উদাসীন হত তখনই বাড়ীর অভিভাবকদের বলতে শুনেছি— লেখাপড়া যে করছো না এরপরতো রাস্তার বখাটে ছেলেদের ভিড়ে মিশতে হবে। কিংবা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যখন লম্বা সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়, যখন আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা অবসর কাটাই, তখনো বাড়ীর অভিভাবকদের মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি— এভাবে পড়ালেখা ছাড়া বসে থাকতে থাকতে তো এরা বখাটে হয়ে যাবে। এই যে, লেখাপড়ার সাথে বখাটেপনাকে জড়িয়ে বিভিন্ন উক্তি এর থেকেই বোধ করি মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিকার অর্থে লেখাপড়ার সাথে বখাটেপনার সম্পর্ক কতটুকু?

সচরাচর অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্র রাড়ীতে, পড়ায় কিংবা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ভালছেলে বা ভাল মেয়ে হিসেবে পরিগণিত হয়, এ কথা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই স্বীকার করেছে। ক'দিন আগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা ভাল ফল করেছে তারাই এ কথা বলেছে। আর এ কারণেই মেধাবী ছাত্ররা কোথাও কোন দোষ করলে বা অপরাধ করলে আশেপাশের মানুষের কাছে তা যোগ্য হয়ে যায় অনেক সময়। আসলে ছেলেটির মেধার কাছে অনেক দোষত্রুটি ম্লান হয়ে যায়। তা হতেই পারে, আর তা দোষেরও কিছু নয়। আমার প্রশ্ন ভিন্ন জায়গায়, সচরাচর বখাটে ছেলে আমরা কাদের বলি? যারা নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা করে না, দায়িত্ব-কর্তব্যহীন। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, রাত-দিন বন্ধুদের সাথে উদ্দেশ্যহীন আড্ডা দেয় এবং মাঝে মাঝে মেয়েদের বিরক্ত করার মত নানা রকম অসদাচরণ করে থাকে। পড়াশুনায় মনোযোগী এবং ভাল একটি ছেলে নিজের পড়াশুনার পাশাপাশি একই কাজগুলো যদি করে তা হলেও চট করে আমরা ঐ ছেলেটাকে বখাটে বলে ফেলতে পারি না। কোথায় যেন আমাদের বাধা। পাড়া-পড়শী বন্ধু-বান্ধব তো দূরে থাক নিজের বাবা-মা-ই ছেলেকে বখাটে বলে শাসন করতে পারে না। মাঝে মাঝে এ ধরনের ছেলে সম্পর্কে উল্টো মন্তব্যও শোনা গেছে, ছেলেটা সত্যিই ট্যালেন্টেড, সারাদিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়েও কেমন ভাল ফল করছে পরীক্ষায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এক লেখাপড়াই বখাটে ছেলের বখাটে দুর্নাম ঘুচিয়ে দিতে সক্ষম। অন্যদিকে আমার পরিচিত এক ছেলে যাকে তার বন্ধু-বান্ধবরাই বখাটে বলে জানে তাকেই দেখেছি সহপাঠীর দুর্ঘটনার সময় জান দিয়ে সাহায্য করতে। দিন-রাত সে সহপাঠীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এক সময় সে সহপাঠী ভাল হয়ে বাড়ী ফিরে এল আবার স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করলো। কিন্তু সেই যে বখাটে ছেলেটি সেতো বখাটেই রয়ে গেল। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি লেখাপড়ার কাছে হেরে যাচ্ছে মানুষের মানবিক গুণ। আর এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, এ সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়াকেই সর্বাগ্রে মূল্য দেয়া হয়। সার্টিফিকেট যার যত বেশী সেই তত বড় জ্ঞানী। কে কতটুকু শিখছে, তার কদর এখানে নেই। আমরা নিজের হাতেই শিক্ষার হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়েছি। এর বিস্তৃত ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করেছি।

লেখাপড়ায় অমনোযোগী এক ছেলে মোটামুটি ফলাফল করে বসলো মাধ্যমিক পরীক্ষায়। তার দু'চারজন আশেপাশের মানুষ সেদিন এক শিক্ষককে বলছিলেন, ছেলেটি ভাল হয়ে গেল স্যার— শিক্ষক হেসেছিলেন। তার হাসির মধ্যে বোধ করি এমনই একটা প্রশ্ন ছিল— কাকে বল তোমরা ভাল হওয়া? মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়াকে? শ্রদ্ধেয় সেই শিক্ষক যে দৃষ্টি দিয়ে আশপাশকে মূল্যায়ন করে থাকেন বোঝাই যায় তার মাঝে যুক্তি আছে, বিশ্বাস আছে। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস ও আবেগ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মত তিনি জীবনকে দেখেন না।

এই যে জীবনকে দেখার বা জীবনের যে কোন ছোট্ট বিষয়কে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি এটাই কিন্তু মূল কথা। যে বে-আদবি শব্দটির মানেই আমাদের কাছে অন্যায় কিছু, বে-আদব বলতে আমাদের সামনে আদব-কায়দাহীন এক ব্যক্তির মুখ ভেসে ওঠে সেই বে-আদবিকেই ডঃ আহমদ শরীফ দেখলেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। দিলেন তার নব ব্যাখ্যা। তার মতে বে-আদবির অপর নাম নতুন। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে গোড়ায় নতুনের ধারক থাকে নগণ্য কয়জন, মধ্যে তার বাহক হয় অসংখ্য, পরিণামে সার্বজনীন হয়ে স্থিতি পায় নতুন। এ কারণেই বোধ করি ডঃ শরীফ বে-আদবির মাঝে দেখতে পেয়েছেন প্রগতির লক্ষণ, আত্মচেতনার অভিব্যক্তি, বিদ্রোহের বীজ, বিপ্লবের সংকেত, নতুন সমাজ সংস্কৃতির পূর্বাভাস। তিনি বে-আদবির প্রসার চেয়েছেন কারণ তিনি মনে করেন, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার গরজেই গণমানবকে বে-আদব হতে হবে।

বখাটে শব্দটির আভিধানিক অর্থ— যে বয়ে গেছে, দুর্বিনীত, নষ্ট চরিত্র। হয়তো বে-আদবেরও এমনি সব কঠিন কঠিন অর্থ রয়েছে অভিধানে। কিন্তু এই কঠিন অর্থের প্রাচীর ভেদ করে ডঃ শরীফতো পেরেছেন বে-আদবের নতুন ব্যাখ্যা দিতে। যার মাঝে আবেগ আছে, মাত্রাও, আছে উচ্ছ্বাস নেই আছে উচ্ছলতা, আছে বিশ্বাস, যুক্তি, আছে অটল, দৃঢ় মনোবল। তেমনি কোন এক দৃঢ় মনোবলের মানুষ হয়তো কোন একদিন আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। প্রকৃতপক্ষেই বখাটে কারা? শিক্ষার মাপকাঠি দিয়ে বখাটেপনা নির্ণয় করা যায় কি-না? রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মেয়েদের অশোভন উক্তি করাই কি বখাটেপনা? রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যাদের কোন অঙ্গীকার নেই, যারা অহর্নিশি করছে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। কখনো দলের সাথে, আর প্রতিনিয়ত নিজের সাথে, তারা কি বখাটে নয়? তাদের চরিত্র কি নষ্ট নয়? আমার মনে হয় এ ধরনের মানুষেরাও বয়ে যাওয়া মানুষ। কিন্তু তাদের জীবনে সার্টিফিকেটের সংখ্যা অনেক, তারা তথাকথিত শিক্ষিত, প্রত্যেকের সাথেই একটা বাড়তি বিষয় জড়িয়ে আছে তা হল মর্যাদা। এসব কারণেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের চট করে বখাটে বলা যায় না।

সত্যিকার শিক্ষা যে পেয়েছে বা জানবার উদ্দেশ্যে যে জেনেছে, শিখেছে। বখাটে সে কি হতে পারে আদৌ?